11-6-48

মৃণ্ময়ী পিক্‌চার্সের নিবেদন

"স্বর্ণ-সীতা"

কাহিনী ও সংলাপ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গীতিকার—প্রণব রায় ও মোহিনী চৌধুরী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—অসিতকুমার ঘোষ বি. এ (ক্যাল) এম. এ (সিনে)
এম. এ (ড্রামা) (হলিউড)

প্রধান কর্মসচিব—কল্যাণ গুপ্ত

সুরশিল্পী—সুবল দাশগুপ্ত

অর্কেষ্ট্রা—এইচ. এম. ভি
চিত্রশিল্পী—মদন সিন্‌হা
শব্দযন্ত্রী—সত্য ব্যানার্জী
সম্পাদনা—কমল গাঙ্গুলী (এম. পি)

শিল্পনির্দেশক—তারক বসু
বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ—এন ব্যানার্জি
রূপসজ্জা—তিনকড়ি অধিকারী
ব্যবস্থাপক—পরিমল বোস

সহকারীবৃন্দ ঃ

পরিচালনায়—নবেন্দু ঘোষ, ডেলু নাগ ও দুলাল দেব

শব্দযন্ত্রী—দুর্গাদাস মিত্র ও জগদীশ
চিত্রশিল্পী—লোকমান, রামঅযোধ্যা ও অনুপম সেন
সম্পাদনায়—প্রণব মুখার্জি

রূপসজ্জায়—বিভূতি ও পঙ্কজ
শিল্প নির্দেশক—পি. নন্দী
ব্যবস্থাপনায়—নির্মল বোস

সুরশিল্পী—অতুল দাশগুপ্ত

— রূপায়নে —

রাধামোহন, প্রমীলা, গীতশ্রী, অবনী মজুমদার, ইন্দু মুখার্জি, জীবেন বোস,
রাজলক্ষ্মী (বড়), জহর রায়, নৃপতি, খগেন পাঠক, বোকেন চট্টো,
বেচু সিংহ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কেষ্ট দাস, চিত্রা দেবী, অলকা মিত্র,
উমা গোয়েঙ্কা, বাসন্তী ও আরও অনেকে।

সৌজন্য স্বীকার :

সিল্ক ষ্টোর, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), বীনাপাণি মেমোরিয়াল এণ্ড
ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল স্কুল

বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে—আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক :

অজন্তা ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স

কলিকাতা

মূল্য দুই আনা

কাহিনী

কাহিনীর ওপর রূপালি আলোর ঝলক পড়ল যেখানে, সে বাংলার একটি শহর। তার একদিকে পুঞ্জীভূত অভাব আর দারিদ্র্য, অন্যদিকে নদীর কলোল্লাস আর ঝাউবীথির মর্মরে অভিজাত জীবনের স্বপ্ন-স্বর্গ!

শহরের দরিদ্র অঞ্চল থেকে বড়লোকের মেয়ে অনুপমাকে পড়াতে এল অরুণ মজুমদার। দেশকর্মী অরুণ, বুকে তার পরাধীনতার অগ্নিজ্বালা, মনে তার বিপ্লবীর বজ্র-শপথ। স্বপ্নের মায়ালোক থেকে সে অনুপমাকে নামিয়ে আনল কঠিন বাস্তবের পটভূমিতে, তারও মনে জ্বালিয়ে দিল নিজের বিপ্লবী প্রদীপ থেকে একটি শিখা। অনুপমার নবজন্ম হল।

শুধু অসীম বেদনায় একজনের অন্তর জ্বলে গেল। সে প্রমীলা! ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী, অরুণের কর্মক্ষেত্রে সঙ্গিনী। অরুণকে সে ভালোবাসত। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলা এও জানত যে অরুণের মতো বিরাট শক্তিমান পুরুষের সহধর্মিণী হবার শক্তি বা যোগ্যতা কিছুই তার নেই। নীরবে প্রাণের মধ্যে সে বয়ে চলল তার দুঃসহ মর্মযন্ত্রণাকে।

ইতিমধ্যে একটা অঘটন ঘটে গেল।

অনুপমাকে বিয়ে করবার জন্যে ঘোরাঘুরি করছিল তরুণ মুনসেফ্ নির্মল। তারই উদ্যোগে মিসেস্ সেনের টি-পার্টিতে অনুপমার গানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

নীচে গানে আসর জমজমাট। সকলের করতালির মধ্যে অনুপমা অর্গ্যানে গিয়ে বসল। গান সুরু করতে যাবে এমন সময়—এমন সময় পথ দিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। ছাব্বিশে জানুয়ারী, স্বাধীনতার জন্মতিথি। অনুপমার কানে শোভাযাত্রার কলধ্বনি এল যেন বজ্রের মতো :

—ছাব্বিশে জানুয়ারী স্মরণ করুন—

—স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ—

আর সেই সঙ্গে মনের সামনে ভেসে উঠল অরুণের সংকল্প-কঠোর মুখচ্ছবি : "বলির খড়্গ কাউকেই বাদ দেবে না

অনুপমা”—কোথা থেকে কী হয়ে গেল অনুপমার অর্গ্যানে মিলন-মধুর রাগিণী আর বাজল না। তীব্র কণ্ঠে, সকলকে ভীত স্তম্ভিত করে দিয়ে সে গান ধরল :

“বন্দে মাতরম্—
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং—”

এর পরিণাম গড়ালো অনেকখানি।

অনুপমার বাড়ী থেকে অরুণের চাকরী গেল। অনুপমার বাবা প্রসন্নবাবু যদি বা ব্যাপারটা একটু সহজ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মা শিবানী ক্ষেপে উঠলেন। বললেন, “ও স্বদেশী ডাকাতকে আমি আর ঘরে পুষতে পারব না—”

তারও পরে একদিন এল পুলিশ। অরুণকে গ্রেপ্তার করল, গ্রেপ্তার করল প্রমীলাকে। আর অনুপমা পড়ে রইল একটা ভস্মস্তূপের মতো—নিষ্প্রাণ, মৃত, অর্থহীন।

এমন সময় এল সোমনাথ। তরুণ জমিদার—প্রসন্নবাবুর বন্ধুপুত্র। অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ, দেহে মনে প্রচণ্ড বলশালী আভিজাত্য। সেই শক্তির জোরেই শেষ পর্যন্ত অনুপমাকে জয় করলে সে, তাকে জয় করলে একটি ঝড়ের সন্ধ্যার দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে। শুধু প্রসন্নবাবুর মন থেকে সংশয় গেল না। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না শিবানী, এ অনুর বিয়ে না আত্মহত্যা?

* * * *

এ প্রশ্নের জবাব মিলল সাতবছর পরে। যখন দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে যুদ্ধ, বয়ে গেছে মন্বন্তর। জেল থেকে বেরিয়েছে অরুণ, আর প্রমীলা মুক্তি পেয়েছে অন্ধ হয়ে।

চোখ থাকতে প্রমীলা যা পায়নি তাই পেল অন্ধ হওয়ার পরে। অরুণ তাকে গ্রহণ করল। তারপর স্বামী-স্ত্রী চলে এল শহরের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে। অনেক ভালোবাসা আর আশা নিয়ে দুজনে ঘর বাঁধল এক সুদূর পল্লীপ্রান্তে, সাঁওতালদের গ্রামে। সাধারণ মানুষের কল্যাণ-ব্রতে নিজেদের তারা উৎসর্গ করে দিলে।

কিন্তু অন্ধ বিধাতা ভুল করে আঁচড় কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে গল্প রচনা করে বসেন। এ ক্ষেত্রেও তাই হল। এই গ্রামেরই জমিদার সোমনাথ দত্ত, আর তার স্ত্রী অনুপমা।

অনুপমা কি সুখী হয়েছিল? না। অসাধারণ শক্তিমান সোমনাথ, অসাধারণ তার ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ তার দাম্ভিকতা। তাই অনুপমাকে সে কতটা ভালোবেসেছিল কে জানে, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশী খাটাতে চাইত তার অধিকারকে। অনুপমা তার আত্মপূজার যজ্ঞে স্বর্ণসীতা—তার বেশী কোনো মূল্যই তাকে দিতে রাজী হয়নি সোমনাথ।

চোখের জলে অভিশপ্ত দিন কাটছিল অনুপমার। এমন সময় ঘটল চার জনের এই যোগাযোগ। কিন্তু এ যোগাযোগের ফল শুভ হল না।

সাঁওতাল প্রজাদের সঙ্গে একটা বিল নিয়ে বিরোধ বাধল সোমনাথের। অরুণ নিলে প্রজাদের পক্ষ। বাধল সংঘাত—জ্বলে উঠল আগুন।

সে আগুনে পুড়ে গেল অন্ধ প্রমীলা, রক্তের আহুতি দিলে অনুপমা। কিন্তু সব কি ফুরিয়ে গেল? না। আকাশে হাতছানি দিলে নতুন দিগন্ত—নতুন সূর্যের আলোয় মুছে গেল অনেক পাপ, অনেক গ্লানি, অনেক লজ্জা। অনুপমার মৃত্যুহীন কণ্ঠে জেগে রইল মৃত্যুঞ্জয় আশার সঙ্গীত :

স্বপ্নে দেখেছি আমি ভোর হল কারাগারে,
জাগে ঘুমন্ত বন্দী রাত্রির পারাপারে—

সঙ্গীত—

(১)

অনুপমার গান

মোর গান যেন অলখ ফুলের রঙীন্ রাখী
তোমার হিয়ার গোপনে জড়ায়
তুমি তা জান না কি।
(প্রিয়) শুধু তব অনুরাগে
(মোর) গানের মাধবী জাগে
তব ফাল্গুন বনে আমার এ গান যেন
সাথীহারা পাখী।
আমার আকাশে তুমি যে অধরা চাঁদ
(মোর) গানের সাগর তাই তো উতল
মেটেনা পাওয়ার সাধ
(মোর) হিয়া যা কহিতে চায়
সবই গান হয়ে যায়
(তুমি) দূরে দূরে যত সরে যাও তত
সুরে সুরে কাছে ডাকি।

প্রণব রায়

(২)

চাষীদের গান

এই নতুন ধানের গন্ধে
প্রাণ ভরে আনন্দে
(মোরা) দল বেঁধে গাই
ধান কাটিবার গান
মাথায় নে রে ধানের আটি
মাটি মায়ের দান।
আমরা গাঁয়ের গরীব চাষীরে
সবার মুখে অন্ন যোগাই,
ফোটাই হাসিরে
আমরা আছি তাই ত বাঁচে
এই দুনিয়ার প্রাণ
আলোর পিছে আঁধার থাকে
কেউ দেখে না ভাই
(তবু) পরের তরে দুঃখ সয়ে
দুঃখ কিছুই নাই
রৌদ্র জলে আছেন সাথী
দুঃখীর ভগবান্
ধানের হাসি দুঃখ ভোলায় রে
সোনার স্বপন জলভরা দুই
চক্ষে বুলায় রে
দেশের মাটির সঙ্গে মোদের
এই ত স্নেহের টান।

মোহিনী চৌধুরী

৪

অনুপমার গান

স্বপ্নে দেখেছি আমি ভোর হ'ল কারাগারে
জাগে ঘুমন্ত বন্দী রাত্রির পরপারে
ওরে ও সর্বহারা তোর হবে হবে জয়
বাঁধন ভাঙ্গার এল এলরে সময়
যুগ-দেবতার ঘুম ভাঙ্গবে এবার
মানুষের অবিচারে
আমি যে দেখেছি স্বপ্নে মুক্ত আকাশের তলে
শৃঙ্খল ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় অত্যাচারের চিতা জলে
(আজ) নীরব মুখে শুনি মুখর ভাষা
দলিত বুকে জাগে নবীন আশা
(আজ) নব জীবনের শত কল্লোল গান
(শুনি) প্রভাত-বীণার তারে ।

প্রণব রায়

বীন্ তেরে কুছনা
ভায়রে সাজন
প্যাল্প্যাল্ ম্যান্ ভ্যর্
আয়েরে সাজন
তু কাঁহা হ্যয় প্যারে
হ্যায় তু কাঁহা হ্যায় প্যারে ।
স্থ মান্‌কী ব্যথা তু জান স্থকা
স্থ প্যার কো তু
প্যায়েছান স্থকা
মেরে টুটে স্থপ্‌নে সারে ॥
স্থ তুনে হামকো ইয়াদ কিয়া
স্থ ইয়াদ কিয়া
মেরা জীব্যন কিউ
ব্যরবাদ কিয়া
হাম্ সোচ সাচকে হারে ॥
মুঝে ক্যনটক মালা
প্যাহে নায়ি
ব্যজী ধ্যরমে মেরে স্থহে নায়ি
মেরে টুটে স্থপ্‌নে সারে ॥
ভি. এম. শর্মা

অজন্তা ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীকল্যাণ ও ভৃঙ্গসার

ভারতের নব আবিষ্কৃত আয়ুর্বেদীয় মহোপকারী কেশ তৈল—
জেম কেমিক্যালের **শ্রীকল্যাণ ও ভৃঙ্গসার**। মস্তিষ্ক
স্নিগ্ধকারী, কেশ বর্ধক এবং শ্রী ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পরিপোষক।

জেম কেমিক্যাল :: কলিকাতা